০১ জুন ২০১৫

মানবাধিকার প্রতিবেদন
১-৩১ মে ২০১৫

রাজনৈতিক সহিংসতা
অথৈ সমুদ্রে লঙ্ঘিত মানবাধিকার
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড
সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা
মত প্রকাশের স্বাধীনতা
সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন
ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার লঙ্ঘন
গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা
নারীর প্রতি সহিংসতা

অধিকার মনে করে 'গণতন্ত্র' মানে নিছক নির্বাচন নয়, রাষ্ট্র গঠনের-প্রক্রিয়া ও ভিত্তি নির্মাণের গোড়া থেকেই জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় নিশ্চিত করা জরুরি। সেটা নিশ্চিত না করে যাত্রা শুরু করলে তার কুফল জনগণকে বয়ে বেড়াতে হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার সমস্ত ক্ষেত্রে জনগণ নিজেদের 'নাগরিক' হিসেবে ভাবতে ও অংশগ্রহণ করতে না শিখলে সরকার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবে 'গণতন্ত্র' গড়ে ওঠে না। নাগরিক হিসেবে নিজেদের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় এবং মানবিক চাহিদা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শাসন ব্যবস্থার নিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত জনগণের অংশ গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেবার ব্যবস্থা গড়ে না উঠলে তাকে 'গণতন্ত্র' বলা যায় না। অংশ গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেবার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নিজের অধিকার ও দায় সম্পর্কে নাগরিকদের উপলব্ধি ঘটে এবং তার মধ্যে দিয়েই অপরের অধিকার এবং নিজেদের সমষ্টিগত স্বার্থ ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। এর কোন বিকল্প নাই। জনগণের সামষ্টিক ইচ্ছা ও অভিপ্রায় যে মৌলিক নাগরিক ও মানবিক অধিকারকে রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে সংসদের কোন আইন, বিচার বিভাগীয় কোন রায় বা নির্বাহী কোন আদেশের বলে সেই সমস্ত অধিকার রহিত করা যায় না। তাদের অলঙ্ঘনীয়তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

ব্যক্তির মর্যাদা অলঙ্ঘনীয়। প্রাণ, পরিবেশ ও জীবিকার নিশ্চয়তা বিধান করা ছাড়া রাষ্ট্র নিজের ন্যায্যতা নাগরিকদের কাছে প্রমাণ করতে পারে না। বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের গণভিত্তিক সংগঠন *অধিকার* ব্যক্তির মর্যাদা সমুন্নত রাখবার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সমস্ত মানবিক ও নাগরিক অধিকার এবং দায়িত্ব রক্ষা ও পালনের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের মানদণ্ড ঐতিহাসিক লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মানবেতিহাস অর্জন করেছে এবং এইসব নাগরিক ও মানবিক অধিকারের সার্বজনীনতা নানান আন্তর্জাতিক ঘোষণা, সনদ ও চুক্তির মধ্যে দিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই কারণে *অধিকার* বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার 'ব্যক্তি' কে রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না; বরং ব্যক্তির নাগরিক ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। এই লক্ষ্য নিয়েই *অধিকার* বাংলাদেশের জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় মানবাধিকার

পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। চরম রাষ্ট্রীয় হয়রানী ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে থেকেও *অধিকার* ২০১৫ সালের মে মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করলো।

রাজনৈতিক সহিংসতা

১. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মে মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় ৫ জন নিহত এবং ২৭২ জন আহত হয়েছেন। এই মাসে আওয়ামী লীগের ২১টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ৩ জন নিহত ও ২০৬ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

২. ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র বিতর্কিত নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে আওয়ামী লীগ পুনরায় ক্ষমতা গ্রহণ করেছে এবং ক্ষমতা গ্রহণের পরও আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের দুর্বৃত্তায়ন আগের মতই অব্যাহত আছে। ক্ষমতাসীন দল ছাত্রলীগ ও যুবলীগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তরুণদের ব্যবহার করে বিভিন্ন ফায়দা হাসিল করে তাদেরকে দিয়ে দেশ ও সমাজের জন্য সময়োপযোগী ভূমিকা পালনের পথকে রুদ্ধ করে দিচ্ছে। ফলে সুনাগরিক হবার পরিবর্তে এদের অনেকেই দুর্বৃত্ত হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, গত ২৮ এপ্রিল ২০১৫ অনুষ্ঠিত তিনটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের সময় অনিয়ম ও দুর্বৃত্তায়নে ছাত্রলীগ ও যুবলীগের তরুণদের ব্যবহার করার অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তিকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন অন্যায় স্বার্থ হাসিল করার বিষয় নিয়ে সৃষ্টি হচ্ছে অভ্যন্তরীণ কোন্দল। ফলে প্রায়ই তারা একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে। এই ধরনের সহিংসতার ঘটনাগুলোর বেশীরভাগেরই কোন বিচার হয়নি। এই ধরনের অনেকগুলো ঘটনার মধ্যে দুটি তুলে ধরা হলো :

৩. গত ১৩ মে ২০১৫ টাঙ্গাইলে মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের নামধারী মোশারফ গ্রুপ ও মনিরুল গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে মোশারফ হোসেন নামের অপরাধতত্ত্ব ও পুলিশ বিজ্ঞান বিভাগের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর এক শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। ওই সংঘর্ষে ফয়সাল হোসেন ও রাশেদুল ইসলাম নামের আরো দুই শিক্ষার্থী আহত হন।[১] এই ঘটনায় টাঙ্গাইল থানায় একটি মামলা হয়েছে এবং গত ২৩ মে হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে অভিযুক্ত ওমর ফারুখ নামের এক ছাত্রলীগ কর্মীকে গ্রেফতার করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ।[২]

৪. গত ১৫ মে ২০১৫ নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও উপজেলার বারদী ইউনিয়নের দৌলরদী গ্রামে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত ৫০ জন আহত হয়েছেন। সংঘর্ষের সময় পুলিশের উপস্থিতিতে কমপক্ষে ৫০টি বাড়িঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ভাংচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি মোঃ জহিরুল হক ও ইউপি সদস্য ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেনের সমর্থকদের মধ্যে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় উভয়পক্ষে পাল্টাপাল্টি ৪টি মামলা দায়ের করা হয়েছে, তবে কেউ গ্রেফতার হয়নি।[৩]

৫. *অধিকার* রাজনৈতিক সহিংসতা অব্যাহত থাকায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। *অধিকার* মনে করে অবিলম্বে অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু সংসদীয় নির্বাচন রাজনৈতিক স্থিতাবস্থার জন্য অত্যন্ত জরুরী। জরুরী ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করা না হলে বিষয়টি অমীমাংসিত থেকে যাবে এবং সহিংসতাসহ ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো বারবার ঘটতে থাকবে। *অধিকার* এও লক্ষ্য করছে যে, বহুদিন ধরেই এক দল রাজনৈতিক নেতা এদেশের তরুণ সমাজের অর্থনৈতিক দুরবস্থার সুযোগে নিজেদের রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য তাদেরকে অন্যায়ের পথে পরিচালিত করছে। *অধিকার* সরকারকে তাদের দলীয় কর্মীদের দুর্বৃত্তায়ন বন্ধ ও দুর্বৃত্ত নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য জোর দাবি জানাচ্ছে।

অথৈ সমুদ্রে লঙ্ঘিত মানবাধিকার

৬. গত ১ মে ২০১৫ মালয়েশিয়ার সীমান্তবর্তী থাইল্যান্ডের শংখাল প্রদেশের সাদাও জেলার একটি জঙ্গলে অভিযান চালিয়ে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার থেকে সমুদ্রপথে নৌকায় করে বিদেশে পাড়ি জমানো অভিবাসীদের

[১] প্রথম আলো, ১৪/০৫/২০১৫
[২] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট টাঙ্গাইলের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো তথ্য
[৩] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নারায়ণগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

৩২টি গণকবরের সন্ধান পায় থাই নিরাপত্তারক্ষীরা। একই সঙ্গে তারা ওই জঙ্গলে অভিবাসীদের আটকে রাখার বেশ কিছু পরিত্যক্ত ক্যাম্পেরও সন্ধান পায়। জানা যায়, প্রতিবছর ১০ হাজারেরও বেশী দরিদ্র বাংলাদেশী ও মিয়ানমারের মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরা থাইল্যান্ডের কুখ্যাত ওই মানবপাচারের রুট দিয়ে মালয়েশিয়ায় প্রবেশ করে কাজের খোঁজে। বাংলাদেশ, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়ার একদল সংঘবদ্ধ চক্র চাকরি দেয়ার লোভ দেখিয়ে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের দরিদ্র নাগরিকদের সমুদ্রপথে নৌকায় করে মালয়েশিয়ায় পাচার করছে।[৪] গণকবরের ঘটনাটি গণমাধ্যমে প্রকাশ পেলে তা ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়। একপর্যায়ে মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়া তাদের জলসীমায় কড়া পাহাড়া বসায় এবং অভিবাসীদের কোন নৌকা তাদের জলসীমায় পৌঁছালে সেখান থেকে গভীর সমুদ্রে ঠেলে দেয় সে দেশের নিরাপত্তারক্ষীরা। ফলে হাজার হাজার অভিবাসী বোঝাই শত শত নৌকা দিনের পর দিন আন্দামান সাগর ও মালাক্কা প্রণালীতে ভাসতে থাকে। অনেক নৌকা থেকে পাচারকারী ও নৌকার মাঝি ইঞ্জিন বন্ধ করে পালিয়ে যায়। ইঞ্জিন বন্ধ অবস্থায় অনেক নৌকা সাগরে ডুবে যায়।[৫] ভেসে থাকা নৌকাগুলোতে দেখা দেয় খাবারের তীব্র সংকট। গত ১৬ মে মালয়েশিয়া উপকূলে ভাসতে থাকা একটি নৌকায় খাবার নিয়ে অভিবাসীদের মধ্যে সংঘর্ষে ১০৪ জন নিহত হন।[৬] সাগরে ভাসমান অভিবাসীদের আশ্রয় দিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অব্যাহত আহ্বানের মুখে গত ২০ মে কুয়ালালামপুরে ইন্দোনেশিয়া ও থাইল্যান্ডের মধ্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের ত্রিদেশীয় বৈঠকে ৭ হাজার অভিবাসীকে আশ্রয় দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া।[৭] গত ২৪ ও ২৫ মে মালয়েশিয়ার পেরলিস প্রদেশের শহর ও গ্রামে মানবপাচারকারীদের ১৭টি ক্যাম্পে আরো ১৩৯টি কবর চিহ্নিত করা হয়েছে।[৮] এদিকে দালালদের মাধ্যমে সমুদ্রপথে মালয়েশিয়া পাড়ি দেয়া সিরাজগঞ্জ, সাতক্ষীরা, ভোলা, চট্টগ্রামের বাঁশখালী ও কুড়িগ্রামের প্রায় ৫ হাজার মানুষ এখনও নিখোঁজ রয়েছেন।[৯]

৭. *অধিকার* সাগরে ভাসমান অভিবাসীদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। ঠিক কী পরিমান অভিবাসী এখনো সমুদ্রে ভাসমান আছেন তার সঠিক কোন পরিসংখ্যান নেই। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিদিনই সমুদ্রপথে মালয়েশিয়া যাওয়া নিখোঁজ ব্যক্তিদের খবর গণমাধ্যমে ছাপা হচ্ছে। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৬.১ শতাংশ[১০] এর কোঠায় থাকলেও মূলত চরম ধনী ও অতি দরিদ্র এই দুই শ্রেণীর ব্যাপক উত্থান ঘটেছে। ফলে জীবিকার তীব্র সংকটের কারণে অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী দালালদের খপ্পরে পড়ে সীমান্ত পাড়ি দিচ্ছে। অন্যদিকে বাংলাদেশে আশ্রয় প্রার্থী রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের ব্যাপারে বর্তমান সরকারের বিরূপ মনোভাবের কারণে সরকার তাঁদের নতুন করে আর আশ্রয় দেয়নি। *অধিকার* অবিলম্বে সাগরে জাহাজ পাঠিয়ে বাংলাদেশী নাগরিকদের দেশে ফিরিয়ে আনতে সরকারের প্রতি আহবান জানাচ্ছে। সেই সঙ্গে মানব পাচার অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের খুঁজে বের করে তাদের বিচারের জন্য দাবি জানাচ্ছে। *অধিকার* বিপুল সংখ্যক দরিদ্র মানুষের দেশত্যাগের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে সব শ্রেণীর মানুষের জন্য খাদ্য ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে ও ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য কমিয়ে আনার লক্ষ্যে আর্থ-সামাজিক রক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

৮. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য মতে মে মাসে ১৮ জনবিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

নিহত ১৮ জনের মধ্যে ১৪ জন 'ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এরমধ্যে ৩ জন র‍্যাবের হাতে এবং ১১ জন পুলিশের হাতে নিহত হয়েছেন। একই সময়ে ১ জনকে পুলিশ

[৪] বাংলাদেশ প্রতিদিন, ০২/০৫/২০১৫
[৫] নয়াদিগন্ত, ১৬/০৫/২০১৫
[৬] যুগান্তর, ১৮/০৫/২০১৫
[৭] নয়াদিগন্ত, ২১/০৫/২০১৫
[৮] প্রথম আলো, ২৯/০৫/২০১৫
[৯] মানবজমিন, ১৪/০৫/২০১৫
[১০] তথ্যসূত্র: এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) জুন ২০১৪ অর্থবছর, http://www.adb.org/countries/bangladesh/economy

পিটিয়ে হত্যা করেছে বলে জানা গেছে। এছাড়া একই সময়ে ২ জন পুলিশের নির্যাতনে নিহত হয়েছেন এবং ১ জন যুবককে বিজিবি কুপিয়ে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

নিহতদের পরিচয়

৯. নিহত ১৮ জনের মধ্যে ১ জন মোটর গ্যারেজের মালিক, ১ জন অজ্ঞাত যুবক, ১ জন প্রাইভেট ফার্মের নিরাপত্তা কর্মী, ৫ জন কথিত মানব পাচারকারী এবং ১০ জন কথিত অপরাধী বলে জানা গেছে।

১০. গত ৪ মে ২০১৫ রাতে জয়পুরহাটের পাঁচবিবি উপজেলার ভুতগাড়ি এলাকায় পুলিশের কথিত বন্দুকযুদ্ধে দিনাজপুরের ফুলবাড়ি উপজেলার বাসিন্দা আব্দুস সালাম (৪০) ও জয়পুরহাট সদর উপজেলার ময়নুল ওরফে বাবু হোসেন (৩৫) নামের দুই ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। একই ঘটনায় দিনাজপুরের ফুলবাড়ি উপজেলার রমেশ চন্দ্র নামের আরো এক ব্যক্তি পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন। জয়পুরহাট পুলিশ সুপার মোল্লা নজরুল ইসলাম দাবি করেন ৪ মে গভীর রাতে একদল ডাকাত পাঁচবিবির ভূতগাড়ি এলাকায় ডাকাতির প্রস্তুতি নিচ্ছে এমন খবরের ভিত্তিতে জয়পুরহাট গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল সেখানে অভিযান চালায়। এই সময় ডাকাতদলের সঙ্গে পুলিশের বন্দুকযুদ্ধের ঘটনা ঘটে এবং ঘটনাস্থলেই সালাম ও বাবু নিহত হন। তবে একই ঘটনায় আহত রমেশ চন্দ্র হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সাংবাদিকদের জানান, নিহত আব্দুস সালাম তাঁর পূর্বপরিচিত। গাজীপুরের কোনাবাড়ি থেকে ডিবি পুলিশ তাঁকে ও সালামকে গ্রেফতার করে। পরে চোখে গামছা বেঁধে রমেশের পায়ে গুলি করা হয়।[১১]

১১. গত ৮ মে ২০১৫ রাত আনুমানিক ৩ টায় কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার মহেশখালীয়াপাড়া সৈকতের ঝাউবন এলাকায় ধলু হোসেন (৫৫), মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম (৩০) ও মোঃ জাফর আলম (২৫) পুলিশের কথিত বন্দুকযুদ্ধের ঘটনায় নিহত হয়েছেন। টেকনাফ থানার ওসি আতাউর রহমানের দাবি নিহত ব্যক্তিরা পুলিশের তালিকাভুক্ত মানবপাচারকারী। ঝাউবন থেকে মানবপাচার হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ সেখানে অভিযান চালালে এই বন্দুকযুদ্ধের ঘটনা ঘটে।[১২] এছাড়া গত ১০ মে কক্সবাজারের উখিয়ায় জাফর মাঝি (৪৫)[১৩] ও ১২ মে কক্সবাজার সদর উপজেলার ভুমিরাঘোনা গ্রামে বেলাল (৩৮)[১৪] নামের আরো দুই ব্যক্তিকে একইভাবে মানবপাচারকারী হিসেবে অভিযুক্ত করে কথিত 'বন্দুকযুদ্ধে' হত্যা করা হয়েছে।

১২. *অধিকার* মনে করে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অব্যাহত থাকায় দেশে আইনের শাসন ও বিচার ব্যবস্থা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং মানবাধিকার চরমভাবে লংঘিত হচ্ছে। একইসঙ্গে *অধিকার* উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে, দেশের সীমান্তবর্তী এলাকা বিশেষ করে কক্সবাজার ও টেকনাফ এলাকায় মানবপাচারের ঘটনা বাড়ছে। মানবপাচারের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে অভিযুক্ত নাগরিকদের অপরাধ প্রমাণের আগেই রাষ্ট্রীয় বাহিনী বিনাবিচারে তাদের হত্যা করে মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে ও নেপথ্যের মূল পাচারকারীদের সন্ধান দেবার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে।

হেফাজতে নির্যাতন

১৩. গত ২০ বছর ধরে *অধিকার* নির্যাতন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও এই ব্যাপারে তথ্যানুসন্ধান করে আসছে এবং হেফাজতে নির্যাতন বন্ধের ব্যাপারে ব্যাপক প্রচারাভিযান চালাচ্ছে। ২০১৩ সালের ২৪ অক্টোবর জাতীয় সংসদে 'নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) বিল ২০১৩' উত্থাপন করা হলে তা কণ্ঠভোটে পাস হয়। কিন্তু এর পরেও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হেফাজতে নির্যাতনে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেই চলেছে।

১৪. গত ১৪ মে ২০১৫ গোয়েন্দা পুলিশ পাবনা জেলার সদর থানাধীন দোগাছী ইউনিয়নের খয়েরসুতি গ্রামের রেজাউল ইসলাম (৫৫) কে বাড়ি থেকে তুলে নেবার পর পিটিয়ে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ করেছেন তাঁর পরিবার। নিহত রেজাউলের ভাই আজমন হোসেন জানান, ১৪ মে সকাল আনুমানিক ১১ টায় সাদা পোশাকের একদল গোয়েন্দা পুলিশ বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ঘটনাস্থলেই তাঁকে চেইন দিয়ে নির্মমভাবে পেটাতে থাকে।

---

[১১] প্রথম আলো, ০৬/০৫/২০১৫

[১২] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কক্সবাজারের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[১৩] নয়াদিগন্ত, ১১/০৫/২০১৫

[১৪] প্রথম আলো, ১৩/০৫/২০১৫

এক পর্যায়ে রেজাউল মাটিতে লুটিয়ে পড়লে পুলিশ তাঁকে গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে যায়। ওই দিন দুপুরেই তাঁর মৃত্যু হয়। তবে পুলিশের দাবি নিহত রেজাউল ছিলেন মাদকাসক্ত ও মাদক ব্যবসায়ী এবং তাঁকে আটকের পর আতঙ্কের কারণে হার্ট অ্যাটাকে তাঁর মৃত্যু হয়।[১৫]

১৫. *অধিকার* মনে করে, নির্যাতনের ক্ষেত্রে সরকারের 'জিরো টলারেন্স' এর ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও সরকার আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নির্যাতন এবং এই ক্ষেত্রে তাদের দায়মুক্তি বন্ধে কোন কার্যকর ব্যবস্থা তো নেয়ই-নি বরং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোকে উপেক্ষা করে তাদেরকে আরো উৎসাহিত করছে।

আটকের পর আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক পায়ে গুলি করার প্রবণতা

১৬. *অধিকার* এর *প্রাপ্ত* তথ্য মতে মে মাসে ৩ জন ব্যক্তিকে পুলিশ সদস্যরা আটকের পর পায়ে গুলি করেছে বলে জানা গেছে। *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত অন্তত ৩০ জনকে পুলিশ পায়ে গুলি করেছে।

১৭. গত ২৪ মে ২০১৫ যশোরের কেশবপুর ডিগ্রি কলেজের ছাত্র এইচএসসি পরীক্ষার্থী সাব্বির হোসেন সোহান (১৭) কে কেশবপুর বাজার থেকে আটকের পর মারধর ও ডান পায়ে গুলি করার অভিযোগ উঠেছে মনিরামপুর থানা পুলিশের বিরুদ্ধে। মনিরামপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন সাব্বির হোসেন জানান, পরীক্ষা দিয়ে ফেরার পথে কেশবপুর বাজারের দক্ষিণপাশ থেকে মনিরামপুর থানা পুলিশ তাঁকে আটক করে মারধরের একপর্যায়ে তাঁর ডানপায়ে পুলিশ গুলি করে। মনিরামপুর থানার ওসি মোল্লা খবির আহমেদের দাবি সাব্বিরের বিরুদ্ধে চারটি নাশকতার মামলা রয়েছে।[১৬]

১৮. আইন শৃংখলা রক্ষকারী বাহিনীর সদস্যরা দায়মুক্তি ভোগ করার কারণে অভিযুক্তদের পায়ে গুলি করার যে প্রবণতা তৈরি হয়েছিল তা অব্যাহত আছে। এই ধরনের ঘটনা অব্যাহত থাকা অত্যন্ত উদ্বেজনক। বিশেষ করে বিরোধীদলীয় নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের এমনকি অপ্রাপ্তবয়স্কদের পায়েও র‍্যাব ও পুলিশ সদস্যরা নির্বিচারে গুলি করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ইতিমধ্যেই আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে অনেকেই পঙ্গুত্ববরণ করেছেন।

আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর গুম করার অভিযোগ

১৯. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী ২০১৫ সালের জানুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত সময়ে ৩৬ জন গুম হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে ৮ জনের লাশ পাওয়া গেছে এবং ১৬ জনকে গুম করার পর পরবর্তীতে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত বাকি ১২ জনের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।[১৭]

২০. গত ২৫ থেকে ২৯ মে পর্যন্ত গুমের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সপ্তাহ পালিত হয়েছে। *অধিকার* গুম সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদে স্বাক্ষর ও অনুস্বাক্ষর করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে। একই সঙ্গে গুম হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের স্বজনদের কাছে ফিরিয়ে দেয়াসহ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণেরও দাবি জানাচ্ছে।

গুম হয়ে যাওয়া বিএনপি নেতা সালাহ উদ্দিন আহমেদের ২ মাস পর সন্ধান লাভ

২১. ১০ মার্চ ২০১৫ গভীর রাতে উত্তরার একটি বাড়ি থেকে বিএনপি নেতা সালাহ উদ্দিন আহমেদকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর পরিবারের দাবি সাদা পোষাকের ডিবি পুলিশ সদস্যরাই তাঁকে ধরে নিয়ে যায়। ওই বাড়ির নিরাপত্তারক্ষী ও প্রতিবেশী প্রত্যক্ষদর্শীরাও একই তথ্য জানান।[১৮] গত ১১ মে সালাহ উদ্দিন আহমেদের গুম হয়ে যাওয়ার ৬৩ দিন পর দুর্বৃত্তরা তাঁকে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের রাজধানী শিলংয়ের গলফ ক্লাবের সামনের

---

[১৫] নয়াদিগন্ত, ১৫/০৫/২০১৫

[১৬] যুগান্তর, ২৬/০৫/২০১৫

[১৭] *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারি ২০০৯ থেকে ২০১৫ সালের মে মাস পর্যন্ত ২০৬ জন গুম হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে; যাঁদের মধ্যে ২৮ জনের লাশ পাওয়া গেছে, ৬৬ জনকে গুম করার পর পরবর্তীতে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে অথবা ছেড়ে দেওয়া হয়। এছাড়া ১১২ জনের কোনো খোঁজ এখনও পাওয়া যায়নি।

[১৮] *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য এবং প্রথম আলো, ১৬/০৫/২০১৫

রাস্তায় ফেলে রেখে যায়। স্থানীয় লোকদের সহায়তায় পুলিশকে তিনি খবর দিলে পুলিশ তাঁকে আটক করে।[১৯] পুলিশ এরপর তাঁকে মানসিক হাসপাতাল মেঘালয় ইনস্টিটিউট অব মেন্টাল হেলথ অ্যান্ড নিউরো সায়েন্স এ ভর্তি করে। সেখান থেকে ১২ মে সালাহ উদ্দিন আহমেদ ওই হাসপাতালের এক কর্মকর্তার মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বাংলাদেশে তাঁর স্ত্রী হাসিনা আহমেদকে তাঁর অবস্থান জানান।[২০] গত ১৮ মে ২০১৫ সিটি স্ক্যান করাতে শিলং সিভিল হাসপাতালের এক ভবন থেকে অন্য ভবনে নেয়ার পথে সালাহ উদ্দিন আহমেদ সাংবাদিকদের বলেন ঢাকার উত্তরা থেকে অপহরণের পর ৬৩ দিন তাঁকে একটি ঘরের মধ্যে আটকে রাখা হয়েছিল। এরপর অপহরণকারীরা ১২/১৪ ঘন্টার দীর্ঘ পথপরিক্রমা শেষে ১১ মে ভোররাতে শিলং গলফ কোর্সের পাশে তাঁকে ফেলে চলে যায়।[২১] পুরো পথ পাড়ি দেয়ার সময় তাঁর চোখ, হাত, মুখ বাঁধা ছিল। চিকিৎসা শেষে গত ২৬ মে তাঁকে শিলং সদর থানায় নেয়া হয়। তাঁর বিরুদ্ধে বিনা পাসপোর্টে অনুপ্রবেশের অভিযোগে ভারতের ফরেনার্স অ্যাক্ট ১৯৪৬-এ মামলা দায়ের করা হয়েছে।[২২]

কারাগারে মৃত্যু

২২. মে মাসে ১০ জন কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে জানা গেছে। এরমধ্যে ৯ জন 'অসুস্থতাজনিত' কারণে মৃত্যুবরণ করেন এবং ১ জন আত্মহত্যা করেছেন বলে জানা গেছে।

২৩. কারাগারে চিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা এবং কারা কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে অসুস্থ হয়ে অনেক কারাবন্দী মৃত্যুবরণ করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে বিএনপি'র সাবেক সংসদ সদস্য নাসিরউদ্দিন পিন্টুর মৃত্যু

২৪. গত ৩ মে ২০১৫ বিডিআর বিদ্রোহ সংক্রান্ত পিলখানা হত্যা মামলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত বিএনপি'র সাবেক সংসদ সদস্য নাসিরউদ্দিন পিন্টু কারা হেফাজতে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসাপাতালে মারা যান।[২৩] তাঁর পরিবারের অভিযোগ চিকিৎসায় অবহেলার মাধ্যমে পিন্টুকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের হৃদরোগ বিভাগের প্রধান ডাক্তার রইছ উদ্দিন জানান, ২ মে কারাগারে অসুস্থ পিন্টুর চিকিৎসার জন্য তিনি কারাগারে যান।[২৪] কিন্তু কারাগারে গেলেও জেল সুপার শফিকুল ইসলাম তাঁকে পিন্টুর চিকিৎসা করার অনুমতি দেননি। পিন্টুর আইনজীবী অ্যাডভোকেট আমিনুল ইসলাম অভিযোগ করেন, নাসিরউদ্দিন পিন্টু অনেক দিন ধরে মারাত্মক অসুস্থ ছিলেন। সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একটি বেঞ্চ পিন্টুর সুচিকিৎসার জন্য ঢাকায় বিএসএমএমইউ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দিয়ে চিকিৎসা করার নির্দেশ দেন। অজ্ঞাত কারনে গত ২০ এপ্রিল ২০১৫ পিন্টুকে নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগার থেকে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়। অথচ ২৫ এপ্রিল পিন্টুর বিএসএমএমইউতে চিকিৎসার জন্য দিন নির্ধারিত ছিল।[২৫]

২৫. *অধিকার* প্রত্যেকটি কারাগারে কারাবন্দীদের জন্য পর্যাপ্ত চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধার দাবি জানাচ্ছে। *অধিকার* মনে করে কারাগারে আটক কোন ব্যক্তিকে চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করা মানবাধিকারের লঙ্ঘন।

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা লঙ্ঘণ

২৬. *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী মে মাসে ৫ জন সাংবাদিক আহত, ১০ জন হুমকির সম্মুখীন এবং ১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং ৮টি স্থানীয় পত্রিকার প্রকাশনা (ডিক্লারেশন বালিত) বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

২৭. গত ১২ মে বিচারকাজ চলাকালে দুর্নীতি দমন কমিশনের দায়ের করা মামলায় বকশীবাজারের আলীয়া মাদ্রাসা মাঠে স্থাপিত বিশেষ জজ-৩ এর আদালতের বিচারক আবু আহমেদ আদালতে দেয়া দৈনিক আমারদেশ

---

[১৯] প্রথম আলো, ১৯/০৫/২০১৫

[২০] মানবজমিন, ১৩/০৫/২০১৫

[২১] প্রথম আলো, ১৯/০৫/২০১৫

[২২] প্রথম আলো, ২৭/০৫/২০১৫

[২৩] যুগান্তর, ০৪/০৫/২০১৫

[২৪] যদিও কারা কর্তৃপক্ষ ২৩ এপ্রিল পিন্টুর চিকিৎসা করানোর জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিঠি পাঠায় এবং নিরাপত্তা জনিত কারণ দেখিয়ে কারাগারেই চিকিৎসা করানোর বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে অবগত করে।

[২৫] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজশাহীর মানবাধিকারকর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন/যুগান্তর, ০৪/০৫/২০১৫

পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানের বক্তব্য প্রচারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন।[২৬] উল্লেখ্য, ২০১৩ সালের ১১ এপ্রিল গ্রেফতারের পর থেকে গত দুই বছর ধরে কারাগারে আটক রয়েছেন বর্তমান সরকারের সমালোচক হিসাবে পরিচিত আমারদেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমান। তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগে ৬৮টি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং এই পত্রিকার ছাপাখানা সরকার ২০১৩ সালের ১১ এপ্রিল বন্ধ করে দেবার পর তা আর খুলে দেয়া হয়নি।

২৮. গত ১৬ মে ২০১৫ রাত আনুমানিক ৮টায় ঝিনাইদহের শৈলকুপায় দৈনিক নয়াদিগন্ত ও লোকসমাজ পত্রিকার শৈলকুপা প্রতিনিধি মফিজুল ইসলামকে পিটিয়ে আহত করেছে স্থানীয় যুবলীগ কর্মীরা। মফিজুল ইসলাম *অধিকার*কে জানান, ১৬ মে সন্ধ্যার পর পেশাগত কাজে লাঙ্গলবাধ বাজারে গেলে আওয়ামী লীগ কর্মী মান্নান তাঁর মোটর সাইকেলের চাবি কেড়ে নেয়। এর পরপরই ধলহরা চন্দ্র ইউনিয়নের বন্দেখালী ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি লাভলুর নেতৃত্বে ৫/৬ জন দুর্বৃত্ত তাঁর ওপর হামলা করে তাঁকে পিটিয়ে আহত করে এবং তাঁর কাছে থাকা ক্যামেরা ও নগদ টাকা কেড়ে নেয়। মাদক ও সুদের ব্যবসা সংক্রান্ত রিপোর্টের জের ধরে তাঁর ওপর হামলা হয়েছে বলে জানান মফিজুল ইসলাম।[২৭]

২৯. গত ২০ মে ২০১৫ মুন্সীগঞ্জ জেলা প্রশাসক মোঃ সাইফুল হাসান বাদল মুন্সীগঞ্জ থেকে প্রকাশিত ৮টি পত্রিকার প্রকাশনার ঘোষণাপত্র (ডিক্লারেশন) বাতিল করেন। এছাড়া মুন্সীগঞ্জ জেলা প্রশাসকের চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে সরকার নিয়ন্ত্রিত বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল গত ১৭ মে ২০১৫ মুন্সীগঞ্জ জেলার ১১ জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ওই জেলার পুলিশ সুপারকে অনুরোধ করেছে। মুন্সীগঞ্জ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক কাজী সাব্বির আহমেদ জানান, গত ২০ এপ্রিল ২০১৫ ওই জেলার উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কথা বলেন। সাংবাদিকরা ওই অনুষ্ঠানের খবর সংগ্রহ করতে গেলে জেলা প্রশাসক মোঃ সাইফুল হাসান বাদল সাংবাদিকদের সঙ্গে দুর্ব্যহার ব্যবহার করেন এবং তাঁদেরকে অফিস থেকে বের করে দেন। পরে সাংবাদিকরা প্রেসক্লাবে ফিরে এসে এই ঘটনার প্রতিবাদে মানববন্ধনসহ ডিসি'র অপসারণ দাবি করায় ডিসি ক্ষিপ্ত হয়ে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। অভিযুক্ত সাংবাদিকরা হলেন মামুনুর রশিদ (সমকাল), কাজী সাব্বির আহমেদ (বাংলানিউজ ২৪ ডটকম) শহীদ-ই-হাসান তুহিন (যায়যায়দিন ও গাজী টিভি), মোজাম্মেল হোসেন সজল (মানবজমিন), মাহবুব বাবু (আমাদের সময়), শেখ মোহাম্মদ রতন (মাইটিভি), মাইনুদ্দিন সুমন (এনটিভি), ফরিদুল হাসান (আরটিভি), জসিম উদ্দিন দেওয়ান (৭১ টিভি) এবং ক্যামেরাম্যান জাফর মিয়া ও আব্দুর রহমান। জেলা প্রশাসক মোঃ সাইফুল হাসান বাদল মুন্সীগঞ্জ থেকে প্রকাশিত দৈনিক দেশসেবা, সাপ্তাহিক মুন্সীগঞ্জ, সাপ্তাহিক মুন্সীগঞ্জ সংবাদ, সাপ্তাহিক বিক্রমপুর সংবাদ, সাপ্তাহিক কাগজের খবর, সাপ্তাহিক মুন্সীগঞ্জের বাণী, সাপ্তাহিক খোলা কাগজ ও সাপ্তাহিক সত্য প্রকাশ নামের ৮টি সংবাদপত্রের প্রকাশনার ঘোষণাপত্রও বাতিল করেছেন।[২৮]

৩০. সংবাদ মাধ্যমের ওপর চাপ সৃষ্টি, ভয়ভীতি প্রদর্শন, মামলা দায়ের এবং পত্রিকা বন্ধ করার ঘটনায় *অধিকার* গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। *অধিকার* মনে করে এই ধরণের কার্যকলাপ স্বাধীন চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বাধা।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা

সরকারের সমালোচনা করায় বরখাস্ত

৩১. গত ২০ মে ২০১৫ ফেসবুকে সরকারের সমালোচনা করার অভিযোগে গাজীপুরের কাপাসিয়া উপজেলার বারিষাব ইউনিয়নের কুশদী ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা মোহাম্মদ কামরুজ্জামানকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। কাপাসিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনিসুর রহমান সাংবাদিকদের জানান, কামরুজ্জামান তাঁর ফেসবুকে সরকার ও প্রশাসন সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য পোস্ট করায় তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। একই সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।[২৯]

---

[২৬] আমারদেশ, ১৩/০৫/২০১৫ (অনলাইন)

[২৭] *অধিকার*ের সংগৃহীত তথ্য

[২৮] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মুন্সিগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন ও প্রথম আলো, ২১/০৫/২০১৫

[২৯] মানবজমিন, ২৪/০৫/২০১৫

নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ব্যবহার

৩২. গত ১ মে ২০১৫ সকালে ঝিনাইদহ শহরের পাগলা কানাই এলাকা থেকে ঝিনাইদহ পৌর মেয়র ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টুর দায়ের করা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধন ২০০৯ ও ২০১৩) এর ৫৭(১) ধারার মামলায় আমাদের অর্থনীতি পত্রিকার ঝিনাইদহ জেলা প্রতিনিধি সাজ্জাদ হোসেনকে গ্রেফতার করে। এর আগের দিন পুলিশ একই মামলায় সময় টিভির ঝিনাইদহ প্রতিনিধি শাহনেওয়াজ খান সুমনকে গ্রেফতার করে। ২০১৪ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর 'ঝিনাইদহ পৌর মেয়রকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা' শিরোনামে বেশ কয়েকটি স্থানীয় ও জাতীয় দৈনিকে সংবাদ প্রকাশিত হয়। ওই সংবাদের কারণে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও ঝিনাইদহ পৌরসভার মেয়র সাইদুল করিম মিন্টু বাদী হয়ে গত ১১ নভেম্বর ২০১৪ ঝিনাইদহের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ হেলাল উদ্দিনের আদালতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন এর ৫৭(১) ধারায় পিটিশন মামলাটি দায়ের করেন। সাজ্জাদ হোসেন ছাড়াও ওই মামলায় অভিযুক্ত করা হয় নয়াদিগন্ত পত্রিকার সম্পাদক আলমগীর মহিউদ্দিন, বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি শেখ রুহুল আমীন, সময় টিভির জেলা প্রতিনিধি শাহনেওয়াজ খান সুমন, দৈনিক নীড়বাংলার সম্পাদক ও প্রকাশক ইমদাদুল হক মিলনসহ ৮ জন সাংবাদিককে। ওইদিনই মামলাটি রেকর্ড করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য ঝিনাইদহ সদর থানাকে নির্দেশ দেয় আদালত।[৩০]

৩৩. গত ১৮ মে ২০১৫ ভোলা জেলার সদরঘাট থেকে রোমান পালোয়ান (২৮) নামের এক যুবককে গ্রেফতার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ। ওই দিনই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যঙ্গচিত্র আপলোড করার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধন আইন ২০১৩) এর ৫৭(১) ধারায় ভোলা থানায় মামলা দায়ের করে পুলিশ।[৩১] রোমান বর্তমানে ভোলা জেলা কারাগারে আটক রয়েছেন।

ব্লগার হত্যা

৩৪. গত ১২ মে ২০১৫ সিলেট নগরীর সুবিদবাজার নূরানী দিঘিরপাড় এলাকায় ছাতকের জাউয়াবাজার পূবালী ব্যাংকের কর্মস্থলে যাওয়ার পথে নিজ বাড়ির সামনে চার মুখোশধারী দুর্বৃত্তের হামলায় নিহত হন ব্লগার অনন্ত বিজয়। এই দিন দুপুরেই কথিত আনসারুল্লাহ বাংলা টিম নামের একটি সংগঠন এক টুইটার বার্তার মাধ্যমে অনন্ত বিজয় হত্যার দায় স্বীকার করে। নিহত হবার দুই ঘন্টা আগে তিনি তাঁর শেষ ফেসবুক স্ট্যাটাসে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক জাফর ইকবালকে চাবুক মারতে চাওয়া সিলেট-৩ আসনের সংসদ সদস্যের[৩২] সমালোচনা করেন এবং বর্তমান সংসদকে অনির্বাচিত সংসদ হিসাবে উল্লেখ করেন।[৩৩] উল্লেখ্য, ২০১৩ এর জানুয়ারি থেকে ২০১৫ এর মে মাস পর্যন্ত মোট ৪ জন ব্লগারকে হত্যা করা হয়েছে।

৩৫. *অধিকার* দেশের নাগরিকদের মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ অব্যাহত থাকায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। *অধিকার* মনে করে কোন নাগরিকের ব্যক্তিগত মতামত সরকারের বিপক্ষে গেলেই তাঁকে গ্রেফতার বা হয়রানী করা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার। *অধিকার* অবিলম্বে নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) বাতিলের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে। *অধিকার* নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে ব্লগার অনন্ত বিজয় হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত দুর্বৃত্তদের খুঁজে বের করে বিচারের আওতায় আনার দাবি জানাচ্ছে। সেই সঙ্গে ব্লগার রাজিব হায়দার, অভিজিৎ রায় ও ওয়াশিকুর রহমান বাবু হত্যার বিচার ও ব্লগারদের নিরাপত্তারও দাবি করছে।

সভা-সমাবেশ ও মিছিলে বাধা

৩৬. সভা-সমাবেশ ও মিছিল-র‍্যালি করা প্রত্যেক নাগরিকের গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক অধিকার, যা সংবিধানের ৩৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে। বর্তমান সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলের ও মতের সভা-সমাবেশ ও মিছিলে বাধা

---

[৩০] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঝিনাইদহের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৩১] প্রথম আলো, ১৯/০৫/২০১৫ (অনলাইন) http://www.prothom-alo.com/bangladesh/article/531757/

[৩২] মাহমুদ সামাদ চৌধুরী কায়েস (এমপি)

[৩৩] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিলেটের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন/ প্রথম আলো, ১৩ মে ২০১৫

দিচ্ছে এবং পুলিশ ও দলীয় কর্মীদের দিয়ে হামলা চালাচ্ছে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও শান্তিপূর্ণভাবে সভা-সমাবেশ করার অধিকার কেড়ে নিয়ে বিরোধীদল ও ভিন্নমতালম্বীদের ওপর নিপীড়ন চালানোর ফলে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা নিবর্তনমূলক রূপ ধারন করেছে। সভা-সমাবেশে বাধা এবং হামলা করার অর্থই হচ্ছে গণতন্ত্রের পথ রুদ্ধ করা।

৩৭. পহেলা বৈশাখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অসংখ্য নারী যৌন হয়রানির শিকার হন। যৌন হয়রানির ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তার করতে না পারার প্রতিবাদে গত ১০ মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে প্রগতিশীল ছাত্রজোট ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ছাত্রজোটের নেতাকর্মীরা পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী বিক্ষোভ মিছিলসহ ডিএমপি কার্যালয় ঘেরাও করতে যান। এই সময় ডিএমপি কার্যালয় সংলগ্ন অফিসার্স কোয়ার্টারের সামনে পুলিশ তাঁদের বাধা দেয়। কিন্তু নেতাকর্মীরা পুলিশি বাধা উপেক্ষা করে রাস্তায় বসে বিক্ষোভ করতে থাকেন এবং যৌন নিপীড়কদের কখন গ্রেফতার করা হবে তার সুনির্দিষ্ট সময় জানতে চান। একপর্যায়ে পুলিশ আন্দোলনরত ছাত্র নেতাকর্মীদের ওপর বেপরোয়া লাঠিচার্জসহ জলকামান ও টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে। এই সময় সংগঠন দুটির নারী কর্মীরাও পুরুষ পুলিশ সদস্যদের হাতে শারিরীকভাবে নিপীড়নের শিকার হন। গণমাধ্যমে প্রকাশিত ছবি ও ভিডিও ফুটেজে দেখা যায় ইসমত জাহান নামে এক নারী ছাত্রকর্মীকে এক পুরুষ পুলিশ চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।[৩৪] এছাড়া পুলিশের নিপীড়নের শিকার আরো কয়েকজন নারী ছাত্র কর্মীকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। এই ঘটনায় অন্তত ৩৪ জন নেতা কর্মী আহত হয়েছেন এবং এঁদের মধ্যে ২১ জন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন।[৩৫] গত ১২ মে পুলিশের মহাপরিদর্শক একেএম শহীদুল হক পুলিশ সদর দপ্তরে বেসরকারি টেলিভিশন সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে পহেলা বৈশাখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির পাশে নারীদের ওপর যৌন নিপীড়নের ঘটনাকে "তিন-চারটা ছেলের দুষ্টুমি ও শ্লীলতাহানির চেষ্টা" বলে মন্তব্য করেন।[৩৬]

৩৮. প্রগতিশীল ছাত্রজোট ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ছাত্রজোটের সমাবেশে পুলিশের হামলা এবং নারীদের ওপর নিপীড়নের ঘটনায় *অধিকার* তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করছে। যৌন হয়রানির বিচার চাইতে এসে এই ছাত্রকর্মীরা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে পুলিশী নিপীড়নের শিকার হলেন, যা অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক। *অধিকার* অবিলম্বে নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের সনাক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে। একই সঙ্গে যৌন নিপীড়নের ভয়াবহ ঘটনাকে দুষ্টামি ও শ্লীলতাহানির চেষ্টা বলে পুলিশ প্রধানের হাল্কা করে ফেলার এমন প্রবণতা তদন্তাধীন বিষয়কে গুরুত্বহীন করবে এবং এতে করে যৌন আক্রমণকারীরা উৎসাহিত হবে বলে মনে করে *অধিকার*।

সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত

৩৯. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী মে মাসে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ ৩ জন বাংলাদেশীকে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ২ জনকে গুলি করে ও ১ জনকে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে। এই মাসে মোট ২ জন বিএসএফ এর হাতে আহত হয়েছেন। এরমধ্যে ১ জন গুলিতে এবং ১ জন নির্যাতনে আহত হন।[৩৭]

৪০. কোন প্রতিবাদের তোয়াক্কা না করে বাংলাদেশের সীমান্তে ভারতের বিএসএফ যখন তখন গুলি চালিয়ে বাংলাদেশের বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা করা অব্যাহত রেখেছে। দু'দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নিয়মিত বৈঠকে বারবার এই বিষয়টি উঠলেও সেটা রুটিন মাফিক নিষ্ফল আশ্বাসের মধ্যেই থেকে যাচ্ছে, অর্থাৎ বিএসএফ সীমান্তে তাদের গৃহীত নীতি; দেখামাত্র গুলি থেকে একবিন্দুও সরে আসেনি। এই ধরনের ঘটনা পরিষ্কারভাবে আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের লঙ্ঘন এবং তা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি স্বরূপ।

---

[৩৪] মানবজমিন, ১১ মে ২০১৫

[৩৫] প্রথম আলো, ১১/০৫/২০১৫

[৩৬] প্রথম আলো, ১২/০৫/২০১৫ (অনলাইন)

[৩৭] ২০০৯ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে ৩১ মে ২০১৫ পর্যন্ত ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ ৩২৫ জন বাংলাদেশীকে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়া একই সময়ে মোট ৪৮৭ জন বিএসএফ এর হাতে আহত হয়েছেন।

৪১. গত ১৪ মে ২০১৫ লালমনিরহাটের পাটগ্রামে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ৮৪৩ নম্বর মেইন পিলারের ১ নং সাব পিলার এলাকায় অন্তর ইসলাম নামের এক বাংলাদেশী গরু ব্যাবসায়ীকে গুলি করে হত্যা করে লাশ নিয়ে যায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ। ওই দিন দুপুরেই বিজিবি ও বিএসএফ এর ব্যাটালিয়ন কমান্ডার পর্যায়ের পতাকা বৈঠক শেষে অন্তরের লাশ ফেরত দেয় বিএসএফ।[৩৮]

৪২. গত ২৩ মে ২০১৫ যশোরের বেনাপোলের বর্ণবাড়িয়া সীমান্তে আবু সাঈদ নামের এক গরু ব্যবসায়ী বাংলাদেশী নাগরিককে গুলি করে হত্যা করেছে বিএসএফ। স্থানীয়রা জানান, আবু সাঈদসহ কয়েকজন গরু ব্যবসায়ী ভারত থেকে গরু কিনে বর্ণবাড়িয়া সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশের চেষ্টা করে। এই সময় বিএসএফ সদস্যরা তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি চালালে আবু সাঈদ ঘটনাস্থলেই নিহত হন।[৩৯]

৪৩. *অধিকার* মনে করে বাংলাদেশী নাগরিকদের জানমাল রক্ষায় বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকা একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের উপযোগী হওয়া প্রয়োজন। কোন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র কখনোই তাঁর বেসামরিক নাগরিকদের অন্যদেশের বাহিনী কর্তৃক নির্বিচারে হত্যা-নির্যাতন-অপহরণ মেনে নিতে পারে না।

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার লংঘন

৪৪. ধর্মীয় সংখ্যালঘু নাগরিকদের ওপর হামলার ঘটনা অব্যাহত আছে। রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের উদ্দেশ্যেই এই ধরণের হামলা বারবার হচ্ছে এবং এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার বিষয়টি উপেক্ষিতই থেকে যাচ্ছে।

৪৫. গত ১ মে ২০১৫ স্থানীয় দুর্বৃত্ত ও চাঁদাবাজদের ভয়ে ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার নাদপাড়া গ্রামের সমরেন মণ্ডল ও বিপুল মণ্ডল নামের দুই হিন্দু ধর্মাবলম্বী পরিবার বাড়ি-ঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। এছাড়া গত মাসে একই গ্রামের দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস নামের আরো একটি হিন্দু পরিবার দুর্বৃত্তদের ভয়ে গ্রাম ছাড়েন। স্থানীয়রা জানান, সমরেন মণ্ডল ও বিপুল মণ্ডল কিছুদিন আগে নিজেদের ১২ কাঠা জমি বিক্রি করেন। এরপর থেকেই পার্শ্ববর্তী আউশিয়া গ্রামের একদল দুর্বৃত্ত তাঁদের কাছে চাঁদা দাবি করতে থাকে। দুর্বৃত্তরা নিয়মিত তাঁদের বাড়িতে এসে হুমকি দিয়ে আসছিল। একপর্যায়ে গত ১ মে আতঙ্কে তাঁরা বাড়িঘর ফেলে গ্রাম ছেড়ে কিছুদিনের জন্য পালিয়ে যেতে বাধ্য হন।[৪০] সম্প্রতি তাঁরা আবার তাঁদের বাড়ি-ঘরে ফিরে আসলেও এখনও আতঙ্কে আছেন বলে জানা গেছে।

৪৬. গত ৩০ মে ২০১৫ রাতে টাঙ্গাইলের কালিহাতি উপজেলার এলেঙ্গা জমিদার বাড়ির বাইরে অবস্থিত জয়কালী মন্দিরে হামলা চালায় একদল দুর্বৃত্ত। তারা মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত কালী মুর্তি ও শিবমুর্তি ভাংচুর করে এবং মুর্তি দুটির গায়ে থাকা স্বর্ণালঙ্কার লুট করে নিয়ে যায়। এই ব্যপারে কালিহাতি থানায় মামলা হলেও কেউ গ্রেফতার হয়নি।[৪১]

৪৭. *অধিকার* ধর্মীয় সংখ্যালঘু নাগরিকদের ওপর আক্রমণের ঘটনার নিন্দা জানাচ্ছে এবং অবিলম্বে দোষীদের গ্রেফতার করে বিচারের আওতায় আনার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা

৪৮. ২০১৫ সালের মে মাসে ১৫ ব্যক্তি গণপিটুনীতে মারা গেছেন।

৪৯. গত ১৮ মে ২০১৫ রাতে ঢাকার কেরানীগঞ্জে ডাকাত সন্দেহে গণপিটুনি দিয়ে রেজাউল ইসলাম রেজু (৩০) ও আমিনুল ইসলাম (৩৫) নামের দুই ব্যক্তিকে হত্যা করেছে স্থানীয়রা। একই ঘটনায় অপর দুই ব্যক্তি আহত হয়েছেন। পুলিশ ও এলাকাবাসী জানায়, ১৮ মে রাতে কেরানীগঞ্জের রসুলপুর গ্রামে ডাকাতির প্রস্তুতি নিচ্ছিল ১০/১২ জনের একটি ডাকাতদল। এলাকাবাসী বিষয়টি টের পেয়ে তাদের ধাওয়া করে ৪ জনকে ধরে ফেলে এবং গণপিটুনি দেয়। এতে এই হতাহতের ঘটনা ঘটে।[৪২]

---

[৩৮] যুগান্তর, ১৫/০৫/২০১৫

[৩৯] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যশোরের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৪০] ইত্তেফাক, ০৬/০৫/২০১৫

[৪১] মানবজমিন ০১/০৬/২০১৫

[৪২] প্রথম আলো, ২০/০৫/২০১৫

৫০.প্রায়ই দেশের বিভিন্ন জায়গায় গণপিটুনি দিয়ে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে। মানুষের মধ্যে আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অস্থিরতার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মূলত ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে এবং বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা কমে যাওয়ায় মানুষের মধ্যে আইন নিজের হাতে আইন তুলে নেয়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছে বলে *অধিকার* মনে করে।

নারীর প্রতি সহিংসতা

৫১. মে মাসে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী যৌন হয়রানি, ধর্ষণ, যৌতুক সহিংসতা ও এসিড সহিংসতার শিকার হয়েছেন।

যৌন হয়রানি

৫২.*অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মে মাসে ৯ জন নারী ও শিশু যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন; এর মধ্যে ১ জন নিহত, ১ জন আত্মহত্যা, ১ জন লাঞ্ছিত এবং ৬ জন বখাটের হাতে বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এই সময় ১ জন যুবক যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করতে যেয়ে বখাটের হাতে নিহত হয়েছেন।

৫৩.গত ৫ মে ২০১৫ রাজধানীর মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজের প্রথম শ্রেণীর এক মেয়ে শিশু শিক্ষার্থীকে স্কুল চলাকালীন সময়ে স্কুল সংলগ্ন একটি নির্মাণাধীন ভবনে নিয়ে যৌন হয়রানি করার অভিযোগ পাওয়া গেছে স্কুলের পরিচ্ছন্নতা কর্মী গোপালের বিরুদ্ধে। একপর্যায়ে শিশুটি চিৎকার করলে সে পালিয়ে যায়। ঘটনা জানাজানি হলে ৯ মে ওই শিক্ষার্থীর অভিভাবকসহ বেশ কয়েকজন অভিভাবক স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ করেন। কিন্তু অভিযোগ আমলে না নিয়ে উল্টো কয়েকজন অভিভাবকের সঙ্গে অসদাচরণ করেন স্কুলের উপাধ্যক্ষ জিন্নাতুন নেছা। এতে ক্ষুব্ধ অভিভাবকেরা গত ১৩ মে সকাল থেকে স্কুলের সামনে বিক্ষোভ-মানববন্ধনসহ আন্দোলন শুরু করেন। অভিভাবকদের আন্দোলনের মুখে ১৬ মে স্কুল কর্তৃপক্ষ উপাধ্যক্ষ জিন্নাতুন নেছা'কে অব্যাহতি দেয়াসহ স্কুলের পুরুষ কর্মচারীদের প্রত্যাহার করে।[৪৩] তদন্ত কমিটি গত ১৮ মে গোপাল নামের পরিচ্ছন্নতা কর্মীকে ওই ঘটনায় অভিযুক্ত করে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে সুপারিশ করে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছে। তবে পুলিশ এখনও অভিযুক্ত গোপালকে গ্রেফতার করেনি।[৪৪]

৫৪.গত ৯ মে ২০১৫ মাদারীপুর সদর উপজেলার রাস্তি ইউনিয়নের পুটিয়া গ্রামের চাঁন আলীর মেয়ে চরমুগুরিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্রী সাথী বখাটের যৌন হয়রানির শিকার হয়ে আত্মহত্যা করেন। নিহতের পরিবারের অভিযোগ বিদ্যালয়ে যাওয়া আসার পথে একই গ্রামের বাসিন্দা মোতালেব হাওলাদারের ছেলে বখাটে শাওন দুই বছর ধরে তাঁকে উত্ত্যক্ত করে আসছিলো। এক পর্যায়ে গত ৯ মে বিদ্যালয় থেকে বাড়ি ফেরার পথে বখাটে শাওন সাথীকে যৌন হয়রানি করে। লাঞ্ছনা সইতে না পেরে ওই দিনই বাড়ি ফিরে বিষপান করে আত্মহত্যা করে সাথী। এই ঘটনায় কোন মামলা না হওয়ায় পুলিশ বখাটে শাওনকে গ্রেফতার করেনি।[৪৫]

যৌতুক সহিংসতা

৫৫.মে মাসে ১৭ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৯ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে এবং ৮ জন শারীরিকভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন।

৫৬.গত ১৬ মে ২০১৫ সাতক্ষীরা সদর উপজেলার কুশখালী গ্রামের রেশমা খাতুন (২৬) নামের এক গৃহবধুকে যৌতুকের দাবিতে পিটিয়ে হত্যা করে তাঁর স্বামী আজিজুল ইসলাম। নিহত রেশমা খাতুনের পিতা শফিকুল ইসলাম জানান, বিয়ের পর থেকে গত সাত বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে যৌতুকের দাবিতে আজিজুল ইসলাম তাঁর মেয়েকে মারধর করতো। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১৬ মে সকালে ও দুপুরে রেশমাকে দুই দফায় পিটিয়ে আহত করে আজিজুল। এক পর্যায়ে ওই দিন সন্ধ্যায় রেশমার মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় পুলিশ আজিজুলকে আটক করেছে।[৪৬]

---

[৪৩] যুগান্তর, ১৭/০৫/২০১৫
[৪৪] নিউএজ, ১৯/০৫/২০১৫
[৪৫] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মাদারীপুরের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[৪৬] নয়াদিগন্ত, ১৮/০৫/২০১৫

ধর্ষণ

৫৭. মে মাসে মোট ৭৫ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ২৬ জন নারী ও ৪৯ জন মেয়ে শিশু। ওই ২৬ জন নারীর মধ্যে ৮ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ৩ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। ৪৯ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ৮ জন গণধর্ষণের শিকার হয় এবং ৪ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়। এছাড়া একই সময়ে ১১ জন নারী ও শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

৫৮. গত ১১ মে ২০১৫ রাতে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও উপজেলার নোয়াগাঁও ইউনিয়নের চরকামালদী এলাকায় চলন্ত বাসে এক নারী গার্মেন্টস কর্মী গণধর্ষণের শিকার হন। সোনারগাঁও থানার উপপরিদর্শক আমিনুল ইসলাম বলেন, ওইদিন রাত আনুমানিক সাড়ে ১০টায় ছুটিরপর নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার এলাকার ফকির গার্মেন্টেস এর কর্মীরা গার্মেন্টস কর্তৃপক্ষের ভাড়া করা গাড়িতে করে বাড়ি ফিরছিলেন। একজন নারী ছাড়া সব যাত্রী নেমে গেলে ওই বাসের চালক চান্দু মিয়া হেলপার রুবেলসহ ৩/৪ জন গণধর্ষণ শেষে অজ্ঞান অবস্থায় চরকামালদী বালুর মাঠে ওই গার্মেন্টস কর্মীকে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। পরদিন ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ওই গাড়ির হেলপার রুবেলকে গণধোলাই দিয়ে পুলিশে দেয় এলাকাবাসী। রুবেল আদালতে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দিতে ধর্ষণের সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে।[৪৭] গত ২৭ মে রাতে সাভার বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে অভিযুক্ত বাসচালক চান্দু মিয়াকে গ্রেফতার করেছে সোনারগাঁও থানা পুলিশ।[৪৮]

৫৯. গত ২১ মে ২০১৫ রাত আনুমানিক ৯ টায় কুড়িল বিশ্বরোডের সিনহা সিএনজি মোটর্স এর সামনে থেকে তুলে নিয়ে চলন্ত মাইক্রোবাসে ২২ বছর বয়সী গারো ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠির এক নারীকে গণধর্ষণ করেছে দুই যুবক। কর্মস্থল থেকে ফেরার পথে ওই নারী সেখানে বাসের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সেই সময় ওই দুই যুবক তাঁকে জোর করে গাড়িতে তুলে চলন্ত গাড়িতেই চোখ মুখ বেঁধে ধর্ষণ শেষে উত্তরায় ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। এই ঘটনায় ভিকটিম নিজেই ওই রাতে ভাটারা থানায় মামলা করেন।[৪৯] এর সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে গত ২৬ মে রাতে পটুয়াখালীর কলাপাড়া থেকে আশরাফ খান ওরফে তুষার (৩২) ও ঢাকার গুলশান থেকে জাহিদুল ইসলাম ওরফে লাভলু (২৬) কে গ্রেফতার করে র‍্যাব। একই সঙ্গে ধর্ষণের সময় ব্যবহৃত মাইক্রোবাসটিও জব্দ করা হয়।[৫০]

এসিড সহিংসতা

৬০. মে মাসে ৪ জন নারী এসিডদগ্ধ হয়েছেন।

৬১. গত ৯ মে ২০১৫ ভোড় রাতে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার টুডামান্দ্রা গ্রামে প্রেমের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় এইচএসসি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী আঁখি বাগচীকে রথীন নামে এক দুবৃর্ত্ত ও তার সহযোগীরা ঘরের বেড়া কেটে ভেতরে ঢুকে এসিড ছুঁড়ে মারে। এতে আঁখির পুরো মুখ ও দুই হাতের কিছু অংশ ঝলসে যায়। তাঁকে গোপালগঞ্জ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।[৫১]

৬২. *অধিকার* নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনাগুলোতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। *অধিকার* মনে করে, আইন ও বিচার ব্যবস্থার ভয়াবহ অবনতির কারণে নারী এবং পুরুষদের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ঘটছে এবং নারীরা এর শিকার হচ্ছেন মারাত্মকভাবে। পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব, নারীর প্রতি সামাজিক নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী ও ভিকটিম নারীরা বিচার না পাওয়ায় অপরাধীরা উৎসাহিত হচ্ছে ও সহিংসতার মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অধিকার এর মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা

৬৩. মানবাধিকার সংগঠন হিসাবে *অধিকার* বিভিন্ন মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো তুলে ধরে এগুলো বন্ধ করার জন্য সোচ্চার থাকায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরকারের রোষাণলে পড়েছে। তবে ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে বর্তমান আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার *অধিকার* এর বিভিন্ন মানবাধিকার প্রতিবেদনের কারণে অধিকারের ওপর বিভিন্নভাবে হয়রানী শুরু করে। এরপর ২০১৩ সালে ৫ ও ৬ মে হেফাজতে

[৪৭] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নারায়ণগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[৪৮] প্রথম আলো, ২৮/০৫/২০১৫
[৪৯] যুগান্তর, ২৩/০৫/২০১৫
[৫০] প্রথম আলো, ২৮/০৫/২০১৫
[৫১] মানবজমিন, ১০/০৫/২০১৫

ইসলামের সমাবেশে বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের ঘটনার প্রতিবেদন প্রকাশ করার পর ২০১৩ সালের ১০ অগাস্ট রাত ১০:২০ এ *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খানকে গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশের সদস্যরা তুলে নিয়ে যায় এবং প্রথমে তাদের হেফাজতে তাঁকে আটক রাখার কথা অস্বীকার করে। আদিলুর এবং *অধিকার* এর পরিচালক এএসএম নাসির উদ্দিন এলানকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধন আইন ২০০৯ এর ৫৭/১ ধারায়) অভিযুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে আদিলুর এবং এলানকে কারাগারে যথাক্রমে ৬২ ও ২৫ দিন বন্দী রাখার পর তাঁরা জামিনে মুক্তি পান। গত ১১ অগাস্ট ২০১৩ ডিবি পুলিশের সদস্যরা *অধিকার* কর্তৃক গত ২০ বছর ধরে সংগৃহীত ভিকটিমদের বিষয়ে বিভিন্ন সংবেদনশীল ও গোপনীয় তথ্য সম্বলিত দুইটি সিপিউ ও তিনটি ল্যাপটপ নিয়ে যায়। *অধিকার* প্রতিনিয়ত সরকারের বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক চরমভাবে হয়রানির সম্মুখীন হচ্ছে। প্রতিনিয়তই *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খান, *অধিকার* এর কর্মীবৃন্দ এবং *অধিকার* এর কার্যালয়ের ওপর গোয়েন্দাদের নজরদারী চলছে। *অধিকার এর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সারাদেশের মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের ওপর নজরদারীসহ মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া *অধিকার* এর মানবাধিকার সংক্রান্ত সমস্ত কার্যক্রম ব্যাহত করার জন্য এর সবগুলো প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থছাড় সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রেখেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্ত এনজিও বিষয়ক ব্যুরো। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের মানবাধিকার রক্ষার জন্য প্রতিজ্ঞার কারণেই তাঁদের প্রায় সকলেই সেচ্ছাসেবী হিসেবে সংস্থাটি চালাচ্ছেন।

৬৪. একটি মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে *অধিকার* এর দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো বন্ধের জন্য রাষ্ট্রকে বিরত রাখার জন্য সচেষ্ট থাকা। অথচ সরকার হয়রানীর মাধ্যমে *অধিকার এর* মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের কণ্ঠরোধ করার মাধ্যমে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তি এবং তাঁদের পরিবারের অসংখ্য সদস্যবৃন্দের কণ্ঠরোধ করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

পরিসংখ্যান: ১-৩১ জানুয়ারি-মে ২০১৫*							
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন		জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	মোট
**বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	ক্রসফায়ার	১২	৩০	৯	৮	১৪	৭৩
	গুলিতে নিহত	৫	৫	২	১	০	১৩
	পিটিয়ে হত্যা	১	০	০	০	১	২
	শ্বাসরোধে হত্যা	০	১	০	০	০	১
	নির্যাতনে মৃত্যু	০	০	১	০	২	৩
	অন্যান্য	০	২	০	০	১	৩
	মোট	১৮	৩৮	১২	৯	১৮	৯৫
আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দ্বারা পায়ে গুলি		২	১৬	৮	১	৩	৩০
গুম		১৪	৯	১০	২	১	৩৬
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত	২	৫	১	৯	৩	২০
	বাংলাদেশী আহত	১১	৭	৫	৪	২	২৯
	বাংলাদেশী অপহৃত	৪	৯	৩	০	০	১৬
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	আহত	৬	৩	১৬	১৬	৫	৪৬
	হুমকির সম্মুখীন	১	১	০	২	১০	১৪
	লাঞ্ছিত	২	১	০	০	০	৩
	নির্যাতন	০	০	১	০	০	১
	গ্রেফতার	২	০	১	১	১	৫
রাজনৈতিক সহিংসতা	নিহত	৪৮	৪০	৩৩	১১	৫	১৩৭
	আহত	১৯৪৭	৭২২	৫৮০	২৬২	২৭২	৩৭৮৩
যৌতুক সহিংসতা		১৩	১৫	১৫	১৩	১৭	৭৩
ধর্ষণ		৩৩	৪৪	৪০	৪১	৭৫	২৩৩
***যৌন হয়রানির শিকার		১৯	৯	১৯	৬	৯	৬২
এসিড সহিংসতা		৮	৪	৩	৫	৪	২৪
গণপিটুনীতে মৃত্যু		১২	৭	৮	১৫	১৫	৫৭

* *অধিকার* এর তথ্য হতে সংকলিত

** জানুয়ারি-মে মাসে রাজনৈতিক সহিংসতার কারণে ৫টি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে যা রাজনৈতিক সহিংসতার অংশে উল্লেখ করা হয়েছে।

***গত ১৪ এপ্রিল পহেলা বৈশাখে ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ে অনেক নারী যৌন আক্রমণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে, যার প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি বলে পরিসংখ্যানের অর্ন্তভুক্ত করা যায়নি।

সুপারিশসমূহ

১. রাজনৈতিক সহিংসতা বন্ধ করতে হবে। সরকারদলীয় কর্মীদের দুর্বৃত্তায়ন বন্ধের জন্য সরকারকে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোকে সহিংসতা ও সংঘাতপূর্ণ রাজনীতি বন্ধের জন্য অবিলম্বে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে অথবা জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা প্রয়োজন।

২. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। ক্রসফায়ারের নামে বিচারবহির্ভূতভাবে মানুষ হত্যা বন্ধ করতে হবে। আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের আন্তর্জাতিক নীতিমালা Basic Principals on the use of Force and Firearms by Law Enforcement officials and the UN Code of Conduct for Law Enforcement officials হুবহু মেনে চলতে হবে।

৩. গুম এবং হত্যার ব্যাপারে সরকারকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। গুম হওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের স্বজনদের কাছে ফেরত দিতে হবে। গুম ও হত্যার সঙ্গে জড়িত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য এবং জড়িত অন্যান্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। *অধিকার* অবিলম্বে গুম হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২০০৬ সালের ২০ ডিসেম্বর গৃহীত সনদ 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' অনুমোদন করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

৪. শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে হামলা এবং দমনমূলক অসাংবিধানিক কর্মকাণ্ড থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে।

৫. মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর সরকারী হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। আমার দেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি ও চ্যানেল ওয়ান টিভির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে। দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানসহ[৫২] রাজনৈতিক কারণে আটককৃত সবাইকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে।

৬. বিএসএফ'র মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো সরেজমিনে অনুসন্ধান করে সরকারকে এর বিরুদ্ধে ভারতের কাছে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানাতে হবে এবং ভিকটিমদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে ভারত সরকারকে বাধ্য করার উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

৭. সরকারকে অবশ্যই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এবং এঁদের ওপর আক্রমণকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।

৮. নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে সরকারকে প্রচলিত আইনের সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে দ্রুততার সঙ্গে বিচার করে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে। এছাড়া সহিংসতা বন্ধে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে নিয়মিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৯. নির্বতনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) ও বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ সহ সকল নিবর্তনমূলক আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

১০. *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। সরকারকে *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে এবং *অধিকার* এর সকল মানবাধিকার বিষয়ক প্রকল্পগুলোর অবিলম্বে অর্থছাড় করতে হবে।

[৫২] মাহমুদুর রহমান ২০১৩ সালের ১১ এপ্রিল থেকে কারাগারে আটক রয়েছেন।